কেস-স্টাডি

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ।

২) ভারতবর্ষে ১৯২০ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত রাজনীতিক আবহাওয়া ছিল উত্তপ্ত। সারা দেশের সাধারণ মানুষের দাবি ছিল—অবিলম্বে ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আরম্ভ করা হোক। এই অবস্থায় চট্টগ্রামের বিপ্লবী দল মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করল। বিপ্লবীরা শহরের দুটি প্রধান অস্ত্রাগার দখল করে নিল, ধ্বংস করল টেলিগ্রাফ আর টেলিফোনের যোগাযোগ কেন্দ্র, বিচ্ছিন্ন করে দিল। রেল যোগাযোগ, ঘোষণা করল একটি স্বাধীন সামরিক বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠার কথা। এই সরকারের প্রধান হলেন মাস্টারদা সূর্য সেন।

চট্টগ্রামের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা তখন দেশপ্রেমিকদের হাতে। কিন্তু এই বিকল্প বিপ্লবী সরকার শেষ পর্যন্ত কীভাবে রক্ষা করা যাবে- এ প্রশ্ন বিপ্লবীদের মনে ছিল। তাই সরকারকে রক্ষা করার জন্য সংগ্রাম করে যাওয়ার অর্থ, সুনিশ্চিত মৃত্যু— এ কথা তাঁরা ভালো করেই জানতেন এবং সেইভাবে নিজেদের প্রস্তুতও করছিলেন। সেই জন্য, বিপ্লবী দল জাতীয় মুক্তি অর্জনের জন্য যে কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন, এক কথায় তাকে তাঁরা বলতেন "মৃত্যুর কর্মসূচি'। বিপ্লবীদের এই 'মৃত্যুর কর্মসূচি'র উদ্দেশ্য ছিল দেশের জনগণের কাছে একটি আদর্শ স্থাপন। একটি স্থানের একটি বীরত্বপূর্ণ ঘটনা দেশের যুবশক্তিকে অনুপ্রাণিত করবে- এই ছিল বিপ্লবীদের আশা। প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণার পর তিন দিন কেটে গেছে। বিপ্লবীরা শহর ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছেন নিকটবর্তী জালালাবাদ পাহাড়ে। এই পাহাড়ে কোনো বড়ো গাছ নেই, তাই ছায়াও নেই। বৈশাখের প্রখর রৌদ্রে জলপাত্র, রাইফেল এত গরম যে হাত ঠেকানো যায় না। অসহনীয় তৃষ্ণায় বুকের ভিতরটা জ্বলতে থাকে, মুখের লালা শুকিয়ে যায়, জিভ আড়ষ্ট হয়ে পড়ে— কথা বলা যায় না। অজান্তে কারো কারো হাত শূন্য জলপাত্র তুলে মুখের কাছে ধরে। দিন মনে হয় অস্বাভাবিক দীর্ঘ।সেদিন ২২শে এপ্রিল। একটি ট্রেন আসছে ধোঁয়া উড়িয়ে। ট্রেনটি হঠাৎ থেমে গেল পাহাড়ের নীচে ঝোপঝাড়-জঙ্গলের আড়ালে। পাহাড়ের উপর থেকে বিপ্লবীদের মনে হল, ট্রেনটি শহর থেকে বহু সৈন্য নিয়ে এসেছে। ওরা বুঝল, যার জন্য এত দিন কষ্টের মধ্যেও প্রত্যাশা করছে, আজ শত্রুসৈন্যের সেই আক্রমণ আসন্ন। সকলেই রাইফেলে গুলি ভরতি করে রুদ্ধ নিঃশ্বাস আদেশের অপেক্ষায় রইল।ব্রিটিশ ফৌজের সেপাই ছোটো ছোটো দলে লুকিয়ে উপরে উঠে আসছে। এক সময় শোনা গেল— 'হল্ট'। তারপরেই— 'ফায়ার'। সঙ্গে সঙ্গে ৬০ জন বিপ্লবীর হাতের রাইফেল একসাথে গর্জন করে উঠল। এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণে ব্রিটিশ ফৌজ হতভম্ব হয়ে গেল। অবস্থা বুঝতে পারার আগেই অনেকে প্রাণ হারাল অনেকে আহত হয়ে নীচে গড়িয়ে পড়ল। অনেকের হাত গেল, পা গেল। বাকি সকলে ছুটে কিছু দূরের শুকনো নালার মধ্যে আশ্রয় নিল। উপরে বিপ্লবী বাহিনী যত দ্রুত সম্ভব, যত বেশি সম্ভব গুলিবর্ষণ করে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিত হচ্ছে রণধ্বনি বন্দেমাতরম্, ইনকিলাব জিন্দাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক। পুনরায় আক্রমণের আদেশ পেয়ে ব্রিটিশ সৈন্য আবার উঠতে লাগল। প্রচণ্ড চিৎকারে সমগ্র জালালাবাদ পাহাড় কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। পিছন ফিরে দৌড়ে পালাল ব্রিটিশ সৈন্য।

প্রশ্ন :

ক) মাস্টারদা যে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন -

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন / চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন / অসহযোগ আন্দোলন / ভারতছাড় আন্দোলন

খ) যারা বিপ্লবকে সমর্থন করে তাদের বলা হয় -

সিপাহি / দেশদ্রোহী / বিপ্লবী / সত্যাগ্রহী

গ) টেলিগ্রাফ আর টেলিফোনের মধ্যে মিল কোথায় -

উভয়ই খবর সরবরাহ করে / উভয়ই দুঃসংবাদ দেয় / উভয়ই কাগজ ছাড়া খবর সরবরাহ করে / একমাত্র সংযোগ স্থাপনের মাধ্যম

ঘ) অস্ত্রাগারে থাকে -

অস্ত্রশস্ত্র / চিঠিপত্র / খাবারদাবার / অর্থ

ঙ) চট্টগ্রাম বর্তমানে অবস্থিত যে দেশে -

ভারত / বাংলাদেশ / শ্রীলঙ্কা / ভুটান ।